দেওয়ান-ই-আম

- বিধান চন্দ্র দে

সূর্য্য আখি মেলে তাকাতেই ভোর হলো। ক্রমশ ভীড় বাড়তে বাড়তেই মানুষের জটলা। কেমন জনতার দরবার ! যেমনটা বসতো রাজা-মহারাজাদের আম দরবার, সভা সন্দর্শন। সুলতান-বাদশা-সম্রাটের দেওয়ান-ই-আম !

অনেক প্রবৃদ্ধ-নুব্জ-কুব্জ 'সিনিয়র সিটিজেন' এলেন ! এঁদের ঝাপসা ঘোলা চোখ দৃষ্টি শক্তি !
সাদা চুল দাঁড়ি গোফ
ঈষৎ উস্কো খুস্কো,
শরীরের খাঁজে ভাঁজে প্রায় শতাব্দীর
ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন।

দু'হাতে পিছুটান সরিয়ে সরিয়ে
ঠিক সাতাঁর কাটার ভঙ্গিতে আরো এলো
যুবা পুরুষ নর-নারী
অনেক মুখ এসে জড়ো হলো-
রোদ - বৃষ্টি মেখে।
অনেক চোখ এসে বিশ্বাস - অবিশ্বাসের পেন্ডুলাম দন্ডের মতন দুলতে থাকলো।

মৃদু গুঞ্জনের মধ্যে ঘর থেকে এলেন অধিনায়ক জন-গণ-মন....
পলকহীন ভাবে তার দিকে সবার দৃষ্টি-
সবাই তার অচেনা মুখে একটুও চেনা ছাপের অন্বেষনে হালকা আসমানি নকশী পাঞ্জাবী ধবধবে সাদা পাজামা গলে গৈরিক উত্তরীয় পরিহিত সৌম্য ব্যক্তিত্ব।

কে আগে কথা বলবে ! ?-
একান্ত নিজ কথা, তর সয় না।
ঠেলা ধাক্কার মধ্যেও কেমন লজ্জা-লজ্জা ভাব জন্ম জন্মান্তরের প্রস্তর প্রতীম আড়ষ্টতা।
প্রথম আসা ছেলেটাকে 'সিকিউরিটির' লোকেরা সুযোগ দিল
রোগা পাতলা ক্ষীনকায় যুবক কিছুই বলতে পারলো না,
এগিয়ে দিলো একটা কাগজ-
না, কাগজ না, কিছু অক্ষর
অক্ষরও না-সিঁড়ি !
এম.এ পাশ করতে গেলে যতগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিঁড়ি পেরোতে হয় ঠিক ততগুলি সিঁড়ি !!
যুবক হাটু মুড়ে বসে রইলো সারমেয় শাবকের মতন প্রত্যাশীর পদতলে, যতক্ষণ না তার সারমেয়

স্বরূপ প্রকটিত না হচ্ছে।..... ভোক্ষন - ভোক্ষন- তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে একই সঙ্গেঁ যুবকের -
'ন্যায্য প্রাপ্তি', 'মৌলিক অধিকার' আর 'দারিদ্র্যতার পরিমাপ' করে নিলেন- অধিনায়ক !!
ঠিক পাবেন-সব পেয়ে যাবেন
ধৈয্য ধরুন-বিশ্বাস রাখুন
'সবুরে মেওয়া ফলে'.. ।

অনেকেই মনের কথা, প্রাণের ব্যথা বললেন।
শোনানোর চেষ্টা করলেন
যতটুকু যার বলার ছিল
অনেকেই আশা করেছিলেন,- সে
শিরডির সাঁই বাবার মতন শূন্যে হাত ঘুরিয়ে
তক্ষুনি তক্ষুনি এনে দেবে হাওয়া থেকে
হারিয়ে যাওয়া সব পাওনা,-

তবু তার অভয় মন্ত্রে এমন সহজ সত্যের দৃঢ়তা
যে মুখের ওপর অস্বীকার করা যায় না
শূন্যতার মধ্যেও যেন ফুল ফুটছে,
গুমোট গরমে মেঘলা আকাশে উড়ে গেল
কিছু পাখি-
নীরবে নিঃশব্দে-

দেওয়ান-ই-আম,
বা জনতার দরবারের স্বাক্ষী রাইলো
একটি কামরাঙ্গাঁ গাছ আর অজস্র পাতা !
শুধু জনা আষ্টেক যুবক ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল
ওরা কিছু জানালো না।
ওদের জানানোর মতন ভাষা ছিল না,
এ মনই এক নিঃস্বতা যে,
এই ব্রহ্মান্ডের কোনো কিছুতেই ওদের আগ্রহ নেই
ওদের নতচক্ষু অন্তরে আন্দরে কাঁদছে বোধ হয়
কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছে না
পাশাপাশি দাঁড়িয়েও ওরা একা-একলা।

ওদের কী কোনো দাবী আব্দার নেই
ওদের কান্নাও নেই,
না, বাতাস ছাড়া কেউ ওদের কান্না শুনতে পায় না

ওদের প্রত্যেকের প্রাপ্তি - অপ্রাপ্তির নিজস্ব তীব্রতা এক নয় !!

তেত্রিশ কোটির পরেও আরও একশ তেত্রিশ কোটির একজন
আরো নিঃশব্দ নিস্তব্ধ কয়েকজন এখনও আসে
তারা আর কামরাঙ্গাঁ গাছ তলায়ও যায় না
যারা 'তিন সত্যি' অর্থাৎ এক সাথে - এক বিশ্বাসে
এক প্রগতিতে গিয়েও অশ্রু সিক্ত নয়নে
চেয়ে থাকে সুন্দর সোনালি দিনের পানে গভীর অপেক্ষায়
ক্রমশ শুকিয়ে যেতে থাকা পৃথিবীর ভালোবাসার অপেক্ষায়
আসলে মানুষ সারাজীবন জানলই না
সত্যি সত্যি সে কী হারিয়েছে আর কী পেয়েছে-
অথচ আজও 'দেওয়ান-ই-আম' বসে
'জনতার দরবার' হয়।

মাঝ বয়েসী,
খানিক স্থূলো গোল মতো মহিলা
গালে ব্রন মেছেতার দাগ বড় স্পষ্ট
চুল কালো কার্ল শট,
সাষ্টাঙ্গেঁ প্রনত হয়ে ক্ষীন স্বরে যা বললেন বোধগম্য হলো না.....
আসলে মনে হয় মেয়েরা পেটে রেখে কথা বলে !

এবার কথা বলার পালা প্রশ্ন বোধকদের-
একজন বললেন- হে মহাত্বন,
অপর জন - ধর্মাবতার, ত্রৈলোক্য স্বামীর মান মন্ডপের নাট মন্দিরের নিমিত্ত.....
অন্যজন সুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে আর্শীবাদের ভঙ্গিতে ফোকলা দাঁতে 'সংস্কৃত' মন্ত্র আউড়ালেন-
অধিনায়কের-তর্জ্জনী উর্ধে উঠলো-
জানি, জানি - জানি সব জানি-

*****